দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 14 NOV 1990 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাষ্ট্রীয় সম্পদ পোড়ানো গণতান্ত্রিক আন্দোলন নয় ঃ কাজী জাফর

প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ নৈরাজ্য ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতার বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য শিক্ষক সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন, হঠকারী রাজনীতির বিরুদ্ধে জাতির বিবেককে জাগিয়ে দিন।

তিনি মঙ্গলবার বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের এক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যক্ষ এ কে এম শহীদুল্লাহ, কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও ফেডারেশনের পাঁচটি অংগ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। খবর তথ্য বিবরণীর।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, সমাজের বিবেক হিসেবে এখন শিক্ষক সমাজের সময় এসেছে জাতির কাছে কিছু প্রশ্ন তুলে ধরার। তিনি বলেন, নৈরাজ্য ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন এক কথা নয়। যানবাহন ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ পোড়ানো কখনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না, অথবা অগ্নিকান্ড বা বোমা নিক্ষেপ হতে পারে না কোন আন্দোলনের

(শেষ পৃঃ ৭–এর কঃ দ্রঃ)

কাজী জাফর

(প্রথম পৃঃ পর)

লক্ষ্য। এসব কথা জনগণকে বোঝাবার জন্য সচেতন শিক্ষক সমাজকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, এ কারণে সরকার কখনোই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয় না। জ্বালাও–পোড়াও ও রক্তপাত এড়ানোর জন্যই সরকারকে তা করতে হয়। তিনি বলেন, শান্তির স্বার্থে এবং নৈরাজ্য–বিশৃঙ্খলা এড়াবার জন্য সরকারকে তা করতে হয় নিরুপায় হয়ে। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার জন্য সরকার দায়ী নয়, কিছু বিরোধী দল ও জোটের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যই এর জন্য দায়ী; আন্দোলনের নামে নির্বিচারে ধ্বংসাত্মক তৎপরতাই এই অনিবার্য পরিস্থিতি ডেকেআনে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা আন্দোলনের নামে আণবিক শক্তি কেন্দ্রে আগুন দেয়, তাদের আন্দোলনের অর্থ তো আমরা বুঝিই না, তাদের পরিচিতি সম্পর্কেও আমাদের মনে সংশয় সৃষ্টি হয়। কোন দেশপ্রেমিক নাগরিক তো এমন জাতীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করতে পারে না। পেট্রোল পাম্প ও রেলওয়ে স্টেশন পোড়ানো, কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে অগ্নিসংযোগ অথবা বেতার সম্প্রচার ইউনিট ধ্বংস করার চেষ্টা আর যাই বলুক, দেশপ্রেম ও দায়িত্বশীল রাজনীতির কথা বলে না। অথচ, দুর্ভাগ্যজনক হলেও এসবই হচ্ছে চলমান বিরোধী আন্দোলনের পুঁজি।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, নির্বিচারে সরকারী ও বেসরকারী গাড়ি পোড়ানোর অর্থ আমরা বুঝি না। আমরা এও বুঝি না কেউ বাংলাদেশকে কোন বিদেশী গাড়ির বাজারে পরিণত করতে চায় কিনা। তিনি বলেন, বাংলাদেশ কোন পরাধীন দেশ নয় অথবা বিজাতীয় কোন সরকার দেশ শাসন করছে না এবং বিরোধী দলও কোন দেশ বদলের আন্দোলন করছে না। তবু তারা কোন্ উদ্দেশ্যে দেশ-জাতির সম্পদ আন্দোলনের নামে এমন করে ধ্বংস করে, একটি উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কেন তাদের জন্য চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল তা দেশবাসী বুঝতে পারেনা।

গত ১১ নবেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুসংখ্যক ছাত্র–শিক্ষকের ক্লাস করা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা ভাইস চ্যান্সেলরকেও মানেনি, সিন্ডিকেটের আইন–কানুনেরও তোয়াক্কা করেনি। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে যে সমস্ত শিক্ষক পাঠক্রম বাদ দিয়ে চলমান আন্দোলন সম্পর্কে ক্লাস নেন তাদের সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দেয়াই ভালো।

মন্ত্রীদের বাসভবন ঘেরাও সম্পর্কিত কিছু বিরোধী দলের কর্মসূচী প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ ধরনের কর্মসূচীও আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। মন্ত্রীদের বাড়িতে তো থাকে তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আর পরিজনরা। তা ঘেরাওয়ের মাধ্যমে কী এমন বীরত্ব থাকতে পারে। তিনি বলেন, তবু যদি তারা তা করে মন্ত্রীদের মেট্রোপুলিশী সহায়তার প্রয়োজন হবে না, জনগণই তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসবে এবং এ ধরনের অপচেষ্টা প্রতিহত করবে।